এসএসসি/দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০১৮

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম

আপনারাঅবগত আছেন আগামী ১ফেব্রুয়ারি ২০১৮থেকে সারাদেশে অভিন্ন ও সৃজনশীলপ্রশ্নপত্রে এসএসসি/দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।এ পরিপ্রেক্ষিতেসকল বোর্ডের২০১৮ সালের এসএসসি/দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলোঃ

৮টি সাধারণ বোর্ড, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি/দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা২০১৮

বিবরণ	মোট	মোট কেন্দ্র	মোট প্রতিষ্ঠান
ছাত্র	১০,২৩,২১২	৩,৪১২	২৮,৫৫১
ছাত্রী	১০,০৮,৬৮৭		
মোট	২০,৩১,৮৯৯		

এসএসসি পরীক্ষা২০১৮

বিবরণ	মোট	মোট কেন্দ্র	মোট প্রতিষ্ঠান
ছাত্র	৭,৯২,৩৪৪	১,৯৬৪	১৭,২০৮
ছাত্রী	৮,৩৫,০৩৪		
মোট	১৬,২৭,৩৭৮		

- ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী ৪২,৬৯০ জন বেশি।

দাখিল পরীক্ষা২০১৮

বিবরণ	মোট	মোট কেন্দ্র	মোট প্রতিষ্ঠান
ছাত্র	১,৪৩,৬৪৮	৭০৭	৯,১০২
ছাত্রী	১,৪৬,১০৪		
মোট	২,৮৯,৭৫২		

- দাখিল পরীক্ষায় ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী ২,৪৫৬ জন বেশি।

এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা২০১৮

বিবরণ	মোট	মোট কেন্দ্র	মোট প্রতিষ্ঠান
ছাত্র	৮৭,২২০	৭৪১	২,২৪১
ছাত্রী	২৭,৫৪৯		
মোট	১১৪,৭৬৯		

২০১৭ ও ২০১৮ সালের এসএসসি/দাখিল/এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

		২০১৭			২০১৮		
		পরীক্ষার্থী সংখ্যা	মোট কেন্দ্র	মোট প্রতিষ্ঠান	পরীক্ষার্থী সংখ্যা	মোট কেন্দ্র	মোট প্রতিষ্ঠান
সর্বমোট	ছাত্র	৯,১০,৫০১	৩,২৩৬	২৮,৩৪৪	১০,২৩,২১২	৩,৪১২	২৮,৫৫১
	ছাত্রী	৮,৭৬,১১২			১০,০৮৬৮৭		
	মোট	১৭,৮৬,৬১৩			২০,৩১,৮৯৯		

- ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে মোট পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৪৫,২৮৬জন। এর মধ্যে ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১২,৭১১ জন এবং ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩২,৫৭৫ জন।

- মোট প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৭টি।
- মোট কেন্দ্র বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭৬টি।
- নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা১৭,৩৯,৫৭৩ জন।
- অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৮৯,৭৪৬ জন।
- বিশেষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (১, ২, ৩ ও ৪ বিষয়ে)২,২৯,৯৬১ জন।

২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ০৮ টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের গ্রুপভিত্তিক পরিসংখ্যান

বোর্ড	বিজ্ঞান	মানবিক	ব্যবসায় শিক্ষা	মোট
ঢাকা	১,৫৯,৬৪৩	২,০৭,০০৬	১,৬৪,৮২২	৫,৩১,৪৭১
রাজশাহী	৮৪,১৫৫	৯৩,৯১১	১৬,৪৭৭	১,৯৪,৫৪৩
কুমিল্লা	৫৪,৯৬৪	৫২,০৩০	৭৬,২৬৫	১,৮৩,২৫৯
যশোর	৩৯,৯৫৭	১,০৫,৮৪৪	৩৭,২৫৫	১,৮৩,০৫৬
চট্টগ্রাম	৩০,৭৫৫	৪২,৬৮৭	৬১,৭৭৯	১,৩৫,২২১
বরিশাল	২৭,২১০	৪৭,৭২০	২৮,৮৫৮	১,০৩,৭৮৮
সিলেট	২২,৫৭৬	৭৬,২৯৪	১০,৩১০	১,০৯,১৮০
দিনাজপুর	৮৪,৩৬৭	৯৬,৫৪৯	৫,৯৪৪	১,৮৬,৮৬০
সর্বমোট	**৫,০৩,৬২৭**	**৭,২২,০৪১**	**৪,০১,৭১০**	**১৬,২৭,৩৭৮**

- ২০১৮ সালে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,০৩,৬২৭ জন, ২০১৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪,২২,২৮৭ জন। বৃদ্ধি পেয়েছে ৮১,৩৪০ জন।

বিদেশ কেন্দ্রের তথ্য(৮ টি)

কেন্দ্রের সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	সর্বমোট
জেদ্দা	৬৭	৭৮	১৪৫
রিয়াদ	৫৮	৬৮	১২৬
ত্রিপলী	১	১	২
দোহা	৩২	৩১	৬৩
আবুধাবী	১০	২৫	৩৫
দুবাই	৯	১৩	২২
বাহরাইন	২৭	২০	৪৭
সাহাম, ওমান	৮	১০	১৮
সর্বমোট	**২১২**	**২৪৬**	**৪৫৮**

- পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।
- কেন্দ্র সচিব ব্যতিত অন্য কেহ মোবাইল ফোন/ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। কেন্দ্র সচিব ছবি তোলা যায় না এমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন।
- ২০১৮ সালের এসএসসিপরীক্ষায় বাংলা ২য় পত্র এবং ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র ছাড়া সকল বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।
- নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অনলাইনে বোর্ডে প্রেরণ করবে।
- তত্ত্বীয় পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারি হতে শুরু হয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে শুরু হয়ে ০৪ মার্চ শেষ হবে।
- সম্পূর্ণ নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যতীত অন্য কেউই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ধরণের পরীক্ষার্থীদের এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রালপালসি) পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বৃদ্ধিসহ শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।
- শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করারয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

আমরা আশা করি এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ছাত্র, শিক্ষক অভিভাবকসহ সকলের নিকট আনন্দদায়ক ও উৎসবমুখর হবে। সম্পূর্ণ নকলমুক্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এসএসসি, দাখিল ওএসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা সফলভাবে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

নুরুল ইসলাম নাহিদ
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়